তারিখ -9 MAY [illegible]
পৃ: 2 [illegible] 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ছয়জন গ্রেপ্তার

জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম

রাজধানীর মতিঝিল ও সাভারের আশুলিয়া এলাকা থেকে জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত রোববার রাতে পৃথক অভিযানে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম ইউনিট চারজনকে এবং র‍্যাব দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন এ বি এম সোহেল উদ দৌলা, আহাদুল ইসলাম, জগলুল হক ও তোয়াসিন রহমান। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সদস্য। মতিঝিলের পীরজঙ্গি মাজার এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে সোহেল উদ দৌলা আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। ৪ মে থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

গতকাল দুপুরে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে মতিঝিলে গ্রেপ্তার চারজন সম্পর্কে জানানো হয়। এতে কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বলেন, মেজর (চাকরিচ্যুত) জিয়া পরিচালিত আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিল। চারজনের মধ্যে তিনজন সোহেল উদ দৌলার সহযোগী। কথিত জিহাদে অংশ নিতে আহাদুল, জগলুল ও তোয়াসিন আফগানিস্তানে যেতে চেয়েছিলেন। পরে তাঁরা সিরিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সহজে যাতে সিরিয়ার ভিসা মেলে, সে কারণে তাঁরা কয়েকটি দেশও ভ্রমণ করেন। গ্রেপ্তার চারজনের কাছ থেকে দুটি করে ল্যাপটপ, নোটবুক, মুঠোফোন, পাসপোর্ট ও দুটি অনুবাদ বই পাওয়া গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তার চারজন ব্লগার হত্যার পরিকল্পনা করার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁরা পলাতক জঙ্গি হাসান ওরফে রেজার মধ্যমে ২০১৪ সালে সংগঠনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে অংশ নেন।

গত ৪ মে থেকে সোহেল উদ দৌলা নিখোঁজ রয়েছেন দাবি করে ৬ মে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তাঁর ভাই এ বি এম শফিক উদ দৌলা।

এর আগে কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান বলেন, গত ১০ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে জেএমবির এক নারী সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদে জেএমবির বিস্ফোরক সংগ্রহ ও সরবরাহের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাবের নজরদারিতে ইমরান হোসেন ও রফিকুল ইসলামের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে রোববার রাতে আশুলিয়া থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা জেএমবির সদস্য।

সংবাদ সম্মেলনে মুফতি মাহমুদ খান বলেন, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত এক খুনির আত্মীয়ের সঙ্গে গ্রেপ্তার দুজনের যোগাযোগ ছিল। ওই আত্মীয় এই দুজনকে বিস্ফোরক ও অস্ত্র সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছিলেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চিফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চিফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর